অনুষ্ঠান সূচি ঘোষণা করছে কাঠ
গোলাম রসুন

অনুষ্ঠান সুচি ঘোষণা করছে কাঠ

পাথরে শীত নেই
ফাঁকা মাঠ থেকে ভুতের ভয় চলে গেছে
বসন্তের হঠাৎ বজ্রবিদ্যুতে নড়িয়ে দিয়ে গেছে আগাছার প্রাণ

পৃথিবী থেকে ফিরে যাচ্ছে আলো
আর তার ধার দিয়ে পর পর বিচ্ছেদের মতো চালকবিহিন গাড়িগুলো এগিয়ে আসছে এদিকে

শেষ রাতে যখন জড়োসড়ো হয়ে আসে নক্ষত্ররা তখন অন্ধকারের মুর্তিগুলো জলো নামে
মানুষের হৃদয়ের মতো মাছেরা উঠে আসে ডাঙায়

একটা বর্গাকার উদাসীন ভেঙে পড়ছে
জঙ্গলের বাইরে হাতির পতন
নারীর কোমরের মতো নোংরা জলের ঢেউয়ে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দু'একফালি চাঁদ

খয়রাতি হাওয়ায় মিছে কথা

প্রথম মেঘ
অনুষ্ঠান সূচি ঘোষণা করছে কাঠ

<u>এখানে আদম ইভের স্বচ্ছল সংসার ছিলো</u>

টুকিটাকি জিনিসপত্র
ছেনি কোদাল হাতুড়ির আঘাতগুলো দেখে বোজা যায় এখানে কোনো উজ্জ্বল সভ্যতা ছিলো

একটি পাখি পাগল হয়ে গিয়ে শূন্য উড়ছে
ভুমিতে নামেনি বলে তার মৃত্যু হতে দেরি হচ্ছে
মদের ঘোরে হারেমে পড়ে আছে রাজা বাদশাদের দুচারটি নৌকো

ঝড়ে বিমুচ্ছে প্রার্থনার আলোগুলো

তুচ্ছ জীবন
সাঁকোর ওপর লাশ

হৃদয় থেকে ধুয়ে বেরুচ্ছে কচি কলার পাতার মতো উদাস

ঈশ্বর জানেও না কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তার বিষাদ

এখন বিষ্টি পড়ছে
বীর্যহীন বজ্রপাতে কোনো শস্যদানায় জন্মাচ্ছে না গাছ
পরস্পর হাত ধরাধরি করে মানব শৃঙ্খলের মতো পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে যারা তাদের উদ্দেশ্যে
দেহহীন ধ্বনীগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে

ঐতিহ্যের গায় মহিষের বানান
শ্যাওলায় জমা ধুসর
দূরের টুকিটাকি জিনিসপত্র
ছেনি কোদাল আর হাতুড়ির আঘাতগুলো দেখে বোঝা যায় এখানে আদম ইভের
স্বচ্ছল সংসার ছিলো একসময়

রাত্রির একটি খুদে সময়

জল নেমে গেলে একটি নৌকো এসে হাতজোড় করে দাঁড়ায়
আমার কোনো আকাশ বা সমুদ্র ছিলো না তাকে ভাসতে দেওয়ার

আন্ধকার সূচনা করছে যে আলোর সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টি
অন্তত এইরকম ভবিষ্যৎ বাণী করেত পারতাম

সন্ধ্যার পাঠদান শুরু হতে আর সামান্য দেরি
কোনো এক গুরু মহাশয়ের মতো চাঁদ এসে আকাশের ধারে হাজির হয়েছে
সারারাত ধরে আকন্দ ফুলগুলো চেয়ে থাকবে নক্ষত্রদের দিকে

গল্পের ধূসরপাতা উড়ছে
ঝিঁঝির কলরবে প্রাচীন পৃথিবীর ঐক্যতান
আর যদি সীলমোহর করা রাত্রির একটি খুদে সময় ভাসিয়ে দিতে পারতাম সেই নৌকায়

একটি গরম জলের ফোঁটা

মেঘের শব্দ শুনতে শুনতে আমি জন্মগ্রহণ করছি
তারপর মেঘ থেকে বৃষ্টি নেমেছিলো

পৃথিবী একটি উপল খন্ডের মতো ডুবে গেলো
তখন আকাশে চাঁদ ছিলো না
উপহারের ছুরির ধারগুলো জ্বলছিলো
আর মৃত্যুকে নিশ্চিত করছিলো একটি গরমজলের ফোঁটা

নিভে গেছে একটি আলো প্রথম থেকে শেষ অবধি
বাতির উচ্চতম স্তম্ভে এখন নিশ্চল পিরামিড
অজস্র ছিত্র দিয়ে শুভেচ্ছার হাত দেখা যাচ্ছে

এখনও মেঘের শব্দ শুনতে আমি জন্মগ্রহণ করছি,